দৈনিক বাংলা
তারিখ ...07 APR. 1996...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা: অঙ্গীকার ও অগ্রগতি

বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের এ দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, আইন দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। এ প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নে প্রধান উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে সরাব জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টির পর ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরেপড়া রোধ করার জন্য ১,২৫০টি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে-পড়া ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করে সারা দেশে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা

আগামী দু'হাজার সালকে সামনে রেখে নবসৃষ্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং তার লক্ষ্যমাত্রা হল ঃ (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ, (খ) প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তকারণের হার শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং (গ) বয়স্ক শিক্ষার হার বাড়িয়ে শতকরা ৬২ ভাগ করা।

বাজেট

১৯৯০-৯১ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে রাজস্ব সংযুক্ত বাজেটে ১,৪৯৪.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল ৭১৭.৬১ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৬৮৭.৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,৮৬৪.৩৪ কোটি টাকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে যা শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ৫০.৪৩%।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং মনিটরিং মূল্যায়ন— এ চারটি বিভাগ নিয়ে অধিদফতর গঠিত। বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে যথাক্রমে উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা-এর অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও থানা শিক্ষা অফিস-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে ১৫ থেকে ১২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত ক্লাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন একজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার। এতদ্ব্যতীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিয়মিত পরিবীক্ষণ করার জন্য একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট' পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্বুদ্ধকরণ

আগামী দু'হাজার সালকে সামনে রেখে যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহার করে সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি মধ্যে সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও ছাত্র ব্রিগেডের সহায়তায় শিশু ও অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা সারা দেশে শিশু জরিপের মাধ্যমে বিদ্যালয় এলাকার সকল শিশুর নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী যেসব শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি তাদের অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এলাকার সকল শিশুর জুলে ভর্তি নিশ্চিতকরণের জন্য এলাকার জনসাধারণকে ক্ষুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি স্কুলে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে 'শিক্ষক অভিভাবক সমিতি' গঠন করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য ওয়ার্ড ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ভর্তির হার বৃদ্ধি

বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। তন্মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ৩৭,৭১০টি। ১৯৯৫ সালে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৮ লক্ষ। ১৯৯১ সালে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর হার ছিল ৭৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৯৫ সালে ৯২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৮ লক্ষ। ১৯৯১ সালে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর হার ছিল ৭৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৯৫ সালে ৯২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা করেছে। উল্লেখ্য, সরাব জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ১৯৯৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৯২ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে শিক্ষার্থী ভর্তির পরিমাণ তার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে শতকরা ৯২ শতাংশ হয়েছে। এর মূল কারণ হল সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী এবং শিক্ষার জনবাদ্য কর্মসূচী ও গণশিক্ষাসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন।

শিশু জরিপ

সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু শনাক্তকরণের জন্য প্রতি বিদ্যালয় এলাকায় ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সী সকল শিশুর জরিপ কাজ প্রতি বছর করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ওয়ার্ড কমিটির সহায়তায় নিয়ে শিশু জরিপের কাজ করে থাকেন এবং এ তালিকা অনুযায়ী যে সমস্ত বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি তাদেরকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

স্যাটেলাইট বিদ্যালয়

যেসব এলাকায় রাস্তাঘাট না থাকায় বা কাছাকাছি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত না হওয়ায় শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, সেসব এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে দু'জন করে শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়ে ২০০টি 'স্যাটেলাইট বিদ্যালয়' পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় স্থানীয় জনসমাজের দেওয়া জমিতে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাকা ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় জনশোষ্ঠীর পরিচালিত ১,১৩৪টি কম্যুনিটি স্কুল শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা হচ্ছে ১,৬৪,৯৪৮। প্রতিটি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ জন করে মোট ৬৯,০০০ শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মরত আছেন। শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কারণে ঘাটতি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিঘ্নিত না হয় সে জন্য শূন্য পদ পূরণের নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৭,২৭০ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬০% মহিলা। কার্যক্রম ৬,০০০ শিক্ষকের নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের এবং দেশের ৫৪টি পিটিআইতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, কম্যুনিটি স্কুল এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ১৫-২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত ক্লাস্টার এবং ৪-৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত সাবক্লাস্টার পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিদর্শন

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন-ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের পরিদর্শন কাজে গতিশীলতা প্রদানের লক্ষ্যে যানবাহন (মোটরযান, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল) প্রদান করা হয়েছে। শূন্য পদসমূহ পূরণ করা হচ্ছে। পরিপূর্ণ লোকবলের দ্বারা যাতে বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শন করিয়ে শিক্ষার মান আরও উন্নত করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শনে দৃষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

স্থানীয় সংস্থাধারণকে সম্পৃক্তকরণ

বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং এলাকার সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এলাকার জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিসহ অধিকাংশ সদস্যই বিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দা। এতে এলাকাবাসী বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে যথেষ্ট উৎসাহী হয়েছেন। এছাড়াও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে।

মডেল স্কুল

দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে বিদ্যালয় শনাক্তকরণপূর্বক সে বিদ্যালয়কে মডেল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিভ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা উন্নতমানের শিক্ষাদান ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত চরিত্র গঠনমূলক কার্য ঘাটাটি কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে মডেল স্কুলগুলোকে ঐ থানার অন্যসকীয় স্কুলের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে অন্যান্য ক্ষুল মডেল স্কুলের অনুসরণ করে নিজেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে পারে। এসব স্কুলকে থানা পর্যায়ে শিক্ষকদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

পাঠ্যক্রম

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে যাতে শিক্ষা সহায়ক হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের জীবন-ভিত্তিকও উন্নত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

বিনামূল্যে বই

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠ্য সকল বই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন করার দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই বিনামূল্যে বিতরণের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর।

কাব স্কাউট সংগঠন

কোমলমতি ছাত্ররা যাতে জীবনের শুরুতে নিয়ম-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, নিজের মধ্যে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারে এবং আচার-আচরণ সবকিছু মিলিয়ে নিজেদের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে সে জন্য বিদ্যালয়ে কাব সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষকদের অনুদান বৃদ্ধি এবং মাসিক বেতনের অংশ পরিণতকরণ

১৯৯১ সালের পূর্বে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারের [illegible] থেকে কোন অনুদান দেওয়া হত না। জানুয়ারী ১৯৯৫ থেকে রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুদান বৃদ্ধি করে তা মাসিক বেতনের সরকারী অংশ করা হয়েছে। যে সব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে, সেসব বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের প্রারম্ভিক মূল বেতনের শতকরা ৬২ ভাগ সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২ বছর পূর্ণ হয়নি এমনসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের প্রারম্ভিক মূল বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,১৫৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, ৭,৮৩২টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ২০,৯৭১টি বিদ্যালয় পুনঃ নির্মাণ এবং ৯৯৮টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ১৪,৭৮৫টি বিদ্যালয় মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৯৫ সনের জুন পর্যন্ত ১,১৩৪টি বিদ্যালয় নির্মাণ, ৭,২৩২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৫,৫৮৪টি বিদ্যালয় পুনঃ নির্মাণ এবং ৫৮০টি রেজিস্ট্রার্ড বিদ্যালয়সহ ১১,০৭৭টি বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট নির্মাণ/ পুনঃ নির্মাণ ও মেরামত কাজ এ বছর শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এ পর্যন্ত ১টি উপপরিচালকের অফিস, ৪০টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ৪৮টি পিটিআই-এর পুনঃ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩টি উপপরিচালকের অফিস, ১২টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ৪৮টি পিটিআই-এর পুনঃ নির্মাণ কাজ চলছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী

বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যজনিত কারণে ঝরেপড়া রোধ করার জন্য ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে দেশের ৪৬০টি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে তা ১,০০০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করার ফলে ১৪ লক্ষ পরিবারের ১৬ লক্ষ শিশু এ কর্মসূচীর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এ কর্মসূচী ১৯৯৫-৯৬ সনে ১,২৫০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ বছর ১৭ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের প্রায় ২০ লক্ষ শিশু উপকৃত হবে এবং দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে তা ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। এ কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট এলাকায় শিশুমৃত্যু ও অপুষ্টি রোধ এবং দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (গণশিক্ষা)

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী, বয়স্কদের জন্য সরকার সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (গণশিক্ষা) প্রণয়ন করেছে।

এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ঃ

(১-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

(৯-এর পৃঃ পর)

০ নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ;
০ সাক্ষরতা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন;
০ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কারিগরি দক্ষতা অর্জন;
০ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালিত হচ্ছেঃ

১ প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তি হার ও স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ধরে রাখার হার বৃদ্ধির জন্য ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তর প্রতিষ্ঠা করা।
২ ৬-১০ বছর বয়সী যেসব ছেলেমেয়ে এখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি এবং যারা লেখাপড়া শেষ না করে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, তাদের মৌলিক শিক্ষাদান ও স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা।
৩ ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী যারা স্কুলে ভর্তি হয়নি বা সুযোগ পায়নি এবং যখন সুযোগ পেলেও কম বয়সী শিশুদের সাথে এক শ্রেণীতে লেখাপড়া করতে আগ্রহী হবে না-তাদের জন্য একটি পৃথক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
৪ ১৫ বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য বয়স্ক সাক্ষরতাদান-কর্মসূচী গ্রহণ করা।
৫ নব্য সাক্ষরদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্রথম ৩ বছরের জন্য ১৯৯১ সনের সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে হিসেবের ১৯৯৬ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদান্তে ২০.৪৫ লক্ষ শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষরদের এ প্রকল্পের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, নোভাব, সিডা এ প্রকল্পে অর্থসাহায্য দিচ্ছে।

এ প্রকল্পে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩,৭৫০.৩৯ লক্ষ টাকা। প্রাথমিকশিক্ষা ইনফেপ প্রকল্পে ১৬.৬৮.১৭৫ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে লক্ষ্যমাত্রা বর্ধিত করে ২০.৪৫.৭০৪ জনে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প শেষে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী প্রধানত দু'ভাবে বাস্তবায়ন করা হয় ঃ

১ বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে;
২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে;
৩ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে;
৪ মানবহিতৈষী ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাকে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে;
৫ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে;
৬ উপ বিদ্যালয় [illegible] মডেল থানার মাধ্যমে;
৭ অব্যাহত শিক্ষা/গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রের মাধ্যমে।

সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কৌশল

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী মূলত নয়টোক্ষ ভিত্তিক। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে জনপ্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থী ও ১ জন শিক্ষকের [illegible] সাক্ষরতা [illegible] ক্রম ভিত্তিক [illegible] অনুযায়ী [illegible]

ক) ৪-৫ [illegible] প্রাথমিক শিক্ষা;
খ) ৬-১০ বছরের [illegible] অনুষ্ঠানিক শিক্ষা;
গ) ১১-১৯ [illegible] কিশোরকিশোরীদের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম;
ঘ) ১৫-৩৫ বছর বা তদুর্ধ্ব নরনারীর জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কার্যক্রম

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কার্যক্রমে কোন নির্দিষ্ট [illegible] সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার [illegible] গ্রাহণী করে গড়ে তোলার কৌশল [illegible] করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [illegible] শুরু করে সর্বস্তরের [illegible] সাথে সম্পৃক্ত করে [illegible]। ফলে এই কর্মসূচীর সফলতা [illegible] সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের [illegible] বৈশিষ্ট্য। ১৯৯৪ সনে [illegible] জেলায় সর্বপ্রথম সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন চালু হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই জেলা এখন বয়স্ক [illegible] শাপমুক্ত। লালমনিরহাট [illegible] সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর [illegible] তোলা সদর থানায় এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তোলা সদর থানায় এখন বয়স্ক লোকজন নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত। বর্তমানে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানা ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী [illegible]।

মডেল থানা

নিরক্ষরতামুক্ত কার্যক্রমের আওতায় ১০টি মডেল থানায় শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে [illegible] করার লক্ষ্যে ১০টি মডেল থানা চিহ্নিত করে কাজের শুরু করা হয়েছে। উক্ত ১০টি থানা হচ্ছে চাঁদপুরের [illegible], [illegible] সদর, ফেনীর [illegible], [illegible] সদর, গোপালগঞ্জের [illegible], [illegible] সদর, ঝিনাইদহের [illegible] সদর, [illegible] এবং [illegible]।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি পাঁচমুখী প্রকল্প। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও [illegible] অর্জন যাতে করে [illegible] অভিজ্ঞতার [illegible] সকল [illegible] শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে চালু [illegible] বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিভাগীয় অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর গঠন করা হয়েছে। উপকরণ উন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে অধিদফতর এবং হচ্ছে অভিভাবক ও [illegible]। অধিদফতর উন্নয়ন সংস্থা চলমান কর্মসূচীর সমাধানী মূল্যায়ন সমাপ্ত করেছে। উক্ত মূল্যায়নের ফলাফল ইতিবাচক।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সর্বস্তরের জনগণের [illegible] থেকে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায় যে, আগামী ২০০০ [illegible] সবার জন্য শিক্ষার [illegible] বাংলাদেশ [illegible] শতকের বাংলাদেশকে [illegible] প্রস্তুতি [illegible] হবে। [illegible] মনোভাব [illegible] নেই। [illegible] দানের মাধ্যমে [illegible]